পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং : ৯ই রবিউস্‌সানি, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·· টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং | ৩৪শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা বাকারা : (২য় পারা : ২৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'ওয়াহী-ইলহাম'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃতবাণী : 'রেসালতের দর্পনেই তৌহীদের পরিচয়'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৫
* জুময়ার খোৎবা : "সালানা জলসার গুরুত্ব ও দায়িত্ব"	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা—(৬২) :	মূল : হযরত হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৪
* সংবাদ ঃ		
* ঘানায় সালানা জলসা ও রাষ্ট্রপতির বিশেষ বাণী	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* 'ভয়েস অফ ইসলাম' চারটি বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত :		
* একটি অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা-সভা :		
* বিশেষ দোওয়ার এলান :		
* ঢাকায় খোদ্দামের ইজতেমা অনুষ্ঠিত :	—মোতামাদ, ঢাকা মজলিশ খোঃ আঃ	

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি ।। যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই ।। [উর্দু দুররে সমীন]

'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

نحمده ونصلي على رسوله الكريم — بسم الله الرحمن الرحيم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

১লা ফাল্গুন, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ ইং : ১৫ই তবলীগ, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সূরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬)

২৪শ রুকু

১৯০। তাহারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, ইহা লোকদের (সাধারণ কাজ) ও হজ্বের জন্য সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ ; এবং ইহা উত্তম নেকী নহে যে তোমরা গৃহের মধ্যে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং কামেল নেককার সেই ব্যক্তি যে তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং তোমরা গৃহের মধ্যে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

১৯১। এবং আল্লাহ্‌র পথে ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে এবং (কাহারও উপর) অত্যাচার করিও না ; আল্লাহ্ অত্যাচারকারীগণকে কখনও ভালবাসেন না।

১৯২। এবং যেখানেই তাহাদিগকে (অর্থাৎ অন্যায়-যুদ্ধ-কারীগণকে) পাইবে তাহাদিগকে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দাও যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছিল এবং (এই) বিশৃঙ্খলা হত্যা (-কাণ্ড) হইতেও গুরুতর (ক্ষতিজনক)। এবং তোমরা মস্‌জিদে-হারামের নিকট (ও উহার আশে-পাশে) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না, যে পর্যন্ত না তাহারা (নিজেরা) সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ (-এর সূচনা) করে এবং যদি তাহারা (সেখানেও) তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তোমরাও তাহাদিগকে হত্যা কর। ইহাই সেই কাফেরগণের সমুচিত দণ্ড।

১৯৩। অতঃপর তাহারা যদি (যুদ্ধ হইতে) বিরত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, বার বার করুণাকারী।

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপীড়ন

দূরীভূত হয় এবং ধর্ম আল্লাহ্‌রই জন্য কায়েম হয়, অতঃপর যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তবে (জানিও যে) সীমালংঘনকারীগণ ব্যতীরেকে আর কাহারও উপর ধর-পাকড় নাই।

১৯৫। সম্মানিত (মাসের অবমাননার প্রতিশোধ) সম্মানিত মাসে, এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান আছে। অতএব কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে, তবে সে তোমাদের প্রতি যে, পরিমাণ অন্যায় করিয়াছে তোমরা তাহার উপর সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তাহাদের সংগে থাকেন।

১৯৬। এবং আল্লাহ্‌র পথে (জান-মাল) খরচ কর এবং তোমরা স্বহস্তে (নিজদিগকে) ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না এবং হিতসাধন কর, আল্লাহ্‌ নিশ্চয় হিতকারীগণকে ভালবাসেন।

১৯৭। এবং আল্লাহ্‌র (সন্তোষলাভের জন্য 'হজ্ব' এবং 'ওমরাহ' সু-সম্পন্ন হয়। অতঃপর তোমরা যদি (কোন কারণে হজ্ব ও ওমরাহ্‌ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যে কোন কোরবানীর পশু সহজলভ্য হয়, (উহাই জবেহ কর)। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোরবানী স্বস্থানে না পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মস্তক মুণ্ডল করিও না। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মস্তকে কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে মস্তক মুণ্ডন করে) তাহা হইলে রোজা অথবা সদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদিয়া (বিধেয়) হইবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে কেহ (এইরূপ) হজ্বের সহিত উমরাহ্‌কে (মিলাইয়া) ফায়দা লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে যে কোরবাণীর পশু সহজ লভ্য হয় (উহাই কুরবানী করিবে); কিন্তু কেহ যদি (কোন কোরবানীর তৌফীক) না পায় তাহা হইলে (তাহার উপর) হজ্বের সময় তিন দিনের রোজা (ওয়াজেব) হইবে এবং সাত (রোজা) যখন (হে মুসলমানগণ!) তোমরা (নিজ গৃহে) ফিরিয়া আসিবে। এই পূর্ণ দশ (রোজা) হইল। ইহা (অর্থাৎ আদেশ) তাহার জন্য যাহার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের নিকটবর্তী এলাকার অধিবাসী নহে; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ) আমি কিছু জানি না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।। [উর্দু দুররে সমীন
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রুইয়া কাশফ এবং ইলহামে গুরুত্ব

৪৭৫। হযরত আবু মুসা আশায়ারী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, মক্কা হইতে এমন এলাকার দিকে হিজরত করিয়াছি, যেখানে অনেক খেজুরের গাছ আছে। আমার খেয়ালে ইহার এই তারিব জন্মিল যে, ইহা 'ইয়ামাহ' বা 'হিজর' এলাকা। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে জানা গেল যে, ইয়াসরাব ; তথা মদিনাকে বুঝাইল। তারপর, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি আমার তরবারি নাড়াইলাম, উহার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার অর্থ (তাবির) এই প্রকাশিত হইল যে, ওহুদ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শহীদ হইলেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখিলাম যে, আমি পুনরায় তরবারি নাড়িলাম। তখন উহা পূর্বাপেক্ষাও ভাল হইল। ইহার অর্থ এই প্রকাশিত হইল যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানগণকে মক্কা বিজয়ের মহা নেয়ামত দান করিলেন এবং সব মুসলমানকে তাঁহার অনুগ্রহে একত্রিত করিলেন। আমি স্বপ্নে কিছু গাভী দেখিলাম এবং সঙ্গে কিছু মঙ্গলও দেখা গেল। এই গাভীগুলি দ্বারা তো ঐ সকল মুমেনকে বুঝাইতে ছিল, যাঁহারা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হইয়া ছিলেন এবং মঙ্গল দ্বারা বুঝাইতেছিল সত্যের প্রতিফলন, যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা বদর যুদ্ধে বিজয় রূপে প্রদান করিলেন।"

['বুখারী ; কিতাবুল-মানাকিব ; 'বাবু আলামাতুন নবুওয়াতে ফিল-ইসলাম ; ১ঃ৫১১ পৃঃ]

৪৭৬। হযরত আনাস, রাযিল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে হারাম বিনতে মালহানের গৃহে যাইতেন। ইনি হযরত ইবাদাহ বিন সামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিবি ছিলেন। একদা যখন তিনি (সাঃ) সেখানে তশরীফ নিলেন, তখন হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) খাবার উপস্থিত করিলেন। অতঃপর, তিনি (সাঃ) বিশ্রামের জন্য শয়ন করিলেন। উম্মে হারাম (রাযিঃ) হুজুরের (সাঃ) মাথা বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর হুজুরের চোখ বিনিদ্রিত হইল। হাসিতে হাসিতে তিনি (সাঃ) জাগ্রত হইলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : 'হুজুর হাসিতেছে কেন ?' হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : আমি স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু লোক দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে বাহির হইয়াছেন এবং সামুদ্রিক জাহাজে তক্ত-পোষের উপর বসা এরূপ দেখাইতেছে, যেন বাদশাহ।" হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) নিবেদন

করিলেন : 'হুজুর দোয়া করুন যে, আল্লাহতায়ালা আমাকেও এই দলে শামিল করেন। হুজুর (সাঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন। আবার তিনি (সাঃ) নিদ্রা গমন করিলেন। আবার হাসি মুখে জাগ্রত হইলেন। তখন উম্মে হারাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : 'হুজুর (সাঃ) এখন কেন হাসিতেছেন ?' হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : এখন আমি আবার উম্মতের কিছু 'মুজাহেদ' (জিহাদকারী) দেখিয়াছি। তাহারা সামুদ্রিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাইতেছে " হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন : 'হে রাসুলুল্লাহ, আপনি (সাঃ) দোয়া করুন গাজীগণের মধ্যে আমাকে শামিল করেন। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'না, তুমি প্রথম গ্রুপে যোগদান করিবে।" বস্তুতঃ, আমীর মুয়াবিয়ার সময়ে এই স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল। হযরত উম্মে হারাম (রাযিঃ) ক্রীটের সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন,। কিন্তু যখন জাহাজ হইতে নামিয়া দ্বীপে প্রবেশ করিলেন এবং জন্তু আরোহণ করিতেছিলেন, তখন পড়িয়া গেলেন এবং এরূপ আঘাত লাগিল যে, শহীদ হইলেন।"

['বুখারী ; কিতাবুৎ-তায্‌বীর ; 'বাবুর্‌রোইয়া বিন্নাহার ; ২:১০৩৭ পৃঃ]

৪৭৭। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন যামানা শেষ হওয়ার উপক্রম হইবে, তখন মুমেনের স্বপ্ন খুব অল্পই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অর্থাৎ, মুমেন সাচ্চা খোয়ার (স্বপ্ন) পাইবে। মুমেনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ অংশ।"

['মুসলিম ; 'কিতাবুরোইয়া ; ১:৪৮ পৃঃ]

৪৭৮। হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা ফরমাইতে শোনিয়াছেন : "যখন তোমাদের কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখে যে, উহা ভাল বোধ হয়, তবে উহা আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এক সুসংবাদ। এজন্য এই খোয়াব দেখায় আল্লাহ্‌তায়ালার 'হামদ' করিবে এবং লোককে তাহার স্বপ্নটি বলিবে।" অন্য এক রিওয়াতে আছে : "আপন বন্ধুগণের নিকট বলিবে এবং যখন সে কোনো কুস্বপ্ন দেখে, উহা শয়তানী স্বপ্ন। উহার অনিষ্ট হইতে খোদা-তায়ালার পানাহ্‌, তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। কাহারো নিকট তাহা বলিবে না। যদি সে এরূপ করে, তবে উহার অনিষ্টকারিতা নিরাপদ থাকিবে।"

[বুখারী ; 'কিতাবুৎ-তা'বীর ; 'বাবুররোইয়া মিনাল্লাহ ; ২:১০৩৪ পৃঃ।

৫৮৪। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন তোমাদের কেহ কোনো কুস্বপ্ন দেখে, সে তাহার বাম পার্শ্বে তিনবার থুথু দিবে এবং শয়তান হইতে আল্লাল তায়ালার তিনবার পানাহ প্রার্থনা করিবে এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়াছে, উহা পরিবর্তন করিবে।"

['মুসলিম ; কিতাবুরোইয়া ১-২:৪৮ পৃঃ]

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রেসালতের দর্পনেই তৌহীদ

"এই বিপদসঙ্কুল তমাসাচ্ছন্ন যুগে মুসলমানদের মধ্যে এরূপ লোকেরও সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান রাখা এবং তাঁহার পয়রবী ও অনুবর্তিতা করা জরুরী বলিয়া জ্ঞান করেন না এবং শুধু খোদাতায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া মানাকেই বেহেস্তে যাওয়ার (তথা নাজাত লাভের) জন্য যথেষ্ট মনে করেন ..... ।

প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, উল্লিখিত আকীদা বা ধারণা অনুযায়ী নবীগণের আবির্ভাব অবান্তর ও অর্থহীন বলিয়াই সাব্যস্ত হয় কেননা যদি কোন ব্যক্তি নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও, শুধু খোদাতায়ালার একত্বে বিশ্বাস রাখিয়া নাজাত লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাও মনে করিতে হইবে যে, নবীদিগকে আল্লাহ্তায়ালা জগতে বৃথাই প্রেরণ করিয়া আসিয়াছেন ; তাঁহাদের ব্যতিরেকেও কাজ চলিতে পারিত এবং তাহাদের অস্তিত্ব বা প্রেরণের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। তেমনি যদি ইহা সত্য হয় যে শুধু খোদাতায়ালাকে 'ওয়াহেদ লাশারীক' বলাই যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহে-এর সহিত যে "মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-কে বাধ্যতামূলক ভাবে সংযুক্ত করা হইয়াছে —ইহাও এক প্রকারের শির্ক বা অংশীবাদীতার শামিল। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদের অনুসারীগণ 'মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' বলাও শের্ক বলিয়া মনে করেন এবং খোদাতায়ালার নামের সঙ্গে কাহারও নামের সংযোগ না করাতেই খোদাতায়ালার পূর্ণ তৌহীদ নিহিত বলিয়া ধারণা করেন, এমনকি তাহাদের ধারণা অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলেও নাজাত লাভে কোনই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না ; যেমন একই দিনে সকল মুসলমান যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওতকে অস্বীকার করিয়া বিপথগামী দার্শনিকের ন্যায় নিছক তৌহিদে বিশ্বাসকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং নিজেদের জন্য পবিত্র কুরআন এবং রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু :)-এর পয়রবীকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে না করেন বরং উহা প্রত্যাখ্যানও করেন, তাহা হইলে তাহাদের ধারণা অনুযায়ী এই সমস্ত লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়া সত্বেও নাজাত লাভ করিবে এবং নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবে।

কিন্তু সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরও ইহা অজানা নয় যে সাহাবা (রাজিয়াল্লাহু আনহুম)-এর যুগ হইতে আমাদের যুগ পর্যন্ত সকল ইসলামী ফেরকার এ কথায় ঐক্যমত রহিয়াছে যে, ইসলামের হাকীকত বা প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ব এই যে, এক ব্যক্তি যেমন খোদাতায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং তাঁহার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর ঈমান আনিবে, তেমনি তাহার জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওত এবং কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ যাবতীয় বিষয়ের উপর ঈমান রাখাও সমানভাবে জরুরী। ইহাই

সে বিষয় যাহা শুরু হইতে মুসলমানদের অন্তরে প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং এই সুপ্রতিষ্ঠিত আকীদা রাখার কারণেই সাহাবা কেরাম (রাঃ) প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন এবং বহু সত্যনিষ্ঠ মুসলমান যাহারা হযরত নবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় কাফেরদিগের হাতে বন্দী হইয়া পড়েন তাঁহাদিগকে বার বার তাকীদ করা হইয়াছে যে, "আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-কে অস্বীকার করিলে আমাদের কবল হইতে রেহাই পাইবে'। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা অস্বীকার করেন নাই বরং সে পথেই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। এ সকল বিষয় ইসলামের ইতিহাসে এমনই প্রসিদ্ধ যে ইসলামী ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই আমার উক্ত বর্ণনাকে অস্বীকার করিতে পারেন না।

অতঃপর ইহাও স্মর্তব্য যে, ইসলামী যুদ্ধাবলী যদিও আত্মরক্ষামূলক ছিল অর্থাৎ কাফেরদের পক্ষ হইতে উহাদের সূত্রপাত করা হইয়াছিল এবং আরবের কাফেরগণ দ্বীনে-ইসলাম সারা আরবদেশে বিস্তার লাভ করিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় নিজেদের ক্রমাগত আক্রমণ হইতে বিরত হয় নাই এবং সেই জন্য আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু :)-কে মজলুম ও অত্যাচারিতদিগকে ঐ সকল ফেরাউনদের হাত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার আদেশ দান করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, উহার পরও যদি কাফেরদিগকে এই প্রস্তাব দেওয়া হইত যে, আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর নবুওত স্বীকার করা কোন জরুরী বিষয় নয় এবং এই মহামান্বিত রসুলের উপর ঈমান আনয়ন নাজাত লাভের শর্ত নয় বরং নিজস্ব-ভাবে খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া জ্ঞান কর, যদিও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারী ও বিরোধী এবং শত্রু হইয়া থাক এবং তাঁহাকে নিজেদের সর্বময় নেতা ও পথপ্রদর্শক বলিয়া মানার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে এত রক্তপাতের উপক্রম ঘটিত না। বিশেষতঃ ইহুদীগণ যাহারা খোদাকে 'ওয়াহেদ লা শরীক' বলিয়াই মানিত, কি কারণে তাহাদের সহিত এত যুদ্ধ করিতে হইল? এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক হাজার ইহুদীকে বন্দী করার পর একই দিনে হত্যা করিতে হইয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, যদি শুধু তৌহীদই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে (বিবাদমান) ইহুদীদের সহিত অযথা যুদ্ধ করা এবং তাহাদের হাজার হাজার ব্যক্তিকে কতল করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও হারাম বলিয়া সাব্যস্ত হইত। আর স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই বা কেন ঐ কর্তব্য সম্পাদন করিলেন? তিনিও কি কুরআন শরীফের শিক্ষা জ্ঞাত ছিলেন না?!

প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালার সকল কিতাবে যদি গভীর দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে জানা যায় যে, সকল নবী এই শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছেন যে, 'খোদাতায়ালাকে ওয়াহেদ লা-শরীক বলিয়া মান এবং ইহারই সঙ্গে আমাদের রেসালতের উপরও ঈমান আন।' সেইজন্যই ইসলামী শিক্ষার সার-কথা হিসাবে এই দুইটি বাক্য সমগ্র উম্মতকে শিখান হইয়াছে :—

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্"—আল্লাহ্ বিন্ন কোন মাবুদ নাই, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল বা প্রেরিত মহাপুরুষ।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১০৯-১১১) (ক্রমশঃ)

অনুবাদ :—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

সালানা জলসার দায়িত্ব এত বড় যে, আল্লাহতায়ালার ফজল ব্যতিরেকে ইহা পূর্ণ সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

এই জলসার উদ্দেশ্য হইল এরূপ এক জামাতের তরবিয়ত করা যে জামাতের উপর এই জামানায় সারা জগত ব্যাপী ইসলাম প্রচারের কার্যভার ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

তোমরা তোমাদের দায়িত্বাবলী সারা বৎসরব্যাপী পালন করিতে থাক এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও আলো নিজেদের জীবনে সৃষ্টি করিয়া জগতের জন্য নমুনা ও আদর্শ হও।

তাশাহুদ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :—

কিডিন ইনফেকশনে যে দৌর্বল্য সৃষ্টিকারী ঔষধ ডাক্তার দিয়াছিলেন (যদিও ইনফেকশন সারিয়া গিয়াছে তথাপি উহা আরও ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন) আজ উহা সেবনে তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হইতে চলিয়াছে। যে দুর্বলতা রোগে সৃষ্টি হয় উহা হইতে তো আল্লাহ্তায়ালা অব্যাহতি দান করিয়াছেন কিন্তু যে দুর্বলতা মানুষের তৈরী ঔষধে ঘটিয়া থাকে, সেই দুর্বলতা ঘটিতেছে এবং কিছুটা বৃদ্ধিও পাইতেছে। ডাক্তারী পরামর্শানুযায়ী আরও এক সপ্তাহকাল অর্ধ দাগ হিসাবে সেই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এবং আমার ইচ্ছা পূর্ণ সপ্তাহের পরিবর্তে ছয় দিন ব্যবহার করিব কেননা সপ্তম দিন জলসার সূচনা, এবং প্রত্যেক প্রকারের কাজ তখন অনেক বাড়িয়া যায়। বন্ধুগণ দোওয়া করুন, ঔষধ জনিত দুর্বলতার মোকাবেলায় অধিক শক্তি যেন আল্লাহ্ দান করেন যাহাতে পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং কর্ম-ক্ষমতার সহিত আমি আমার দায়িত্বাবলী সম্পাদন করিতে পারি। আল্লাহ্তায়ালা আপনাদিগকেও সুস্থ রাখুন এবং আপনাদের শক্তিনিচয় ও কর্ম ক্ষমতাকে নিরাপদ ও বজায় রাখুন। আমীন।

সালানা জলসা প্রায় আসিয়াই গিয়াছে। ২২ তারিখ হইতে জলসার ব্যবস্থাপনার কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। প্রতি বছরই যেহেতু জলসা আসে, এবং সহজভাবে, আনন্দ, উৎসাহ ও আল্লাহ্তায়ালার বরকত ও আশিস এবং রহমতের সহিত অতিবাহিত হয়, সেই জন্য সাধারণভাবে বন্ধুগণ সালানা জলসায় যে কত বড় দায়িত্বভার জামাতের বন্ধুগণের তথা আমার উপরও এবং আপনাদের উপরও ন্যাস্ত হয়, তাহা অনুভব করিতে পারেন না। বিগত বৎসর (১৯৭৯ইং সনে) আমাদের সতর্কতামূলক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেড় লক্ষ পুরুষ ও মহিলা সালানা জলসায় শামিল হইয়াছিলেন এবং আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রায় বিশ হাজার সংখ্যক আমাদের

সেই সকল বন্ধুও ছিলেন, যাঁহারা তখনও আমাদের জামাতে দাখিল হন নাই। অবশ্য তাহাদের অনেকে পরে দাখিল হইয়াছেন, আর অনেকে হন নাই। কেননা ধর্মের সম্পর্ক হৃদয় ও মনের সহিত। যতক্ষণ হৃদয়ঙ্গম না হয়, মন সাই না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কাহারও কোন আকায়েদ গ্রহণ করা উচিত নয়। অন্যথায় উহা হইয়া থাকে নেফাক বা কপটতা। এবং নেফাক বা কপটতা ইসলাম পছন্দ করে না। যাহা হউক, এ বৎসর আমরা আশা করিতেছি যে, বিগত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর বন্ধুগণ—আহমদীরাও এবং যাহারা আমাদের বন্ধু এবং আমাদের সহিত পরিচয় ও সম্পর্ক রাখেন তাঁহারাও অধিক সংখ্যায় জলসায় যোগদান করিবেন। সেই অনুপাতে কাজও বাড়িয়া যাইবে। আর সেই অনুপাতে আমাদের দায়িত্বাবলীও বৃদ্ধি পাইবে, আমাদের তদবির-প্রয়াসকেও আনুপাতিকরূপে প্রসারিত করিতে হইবে, আমাদের efficient হইতে হইবে এবং তদনুপাতে অধিকতর দোওয়াও করিতে হইবে। আসল কথা এই যে দোওয়া ব্যতিরেকে তো কোন কিছুই হয় না, হইতে পারে না।

আমি চিন্তা করিয়া থাকি, বহু বার আমার চিন্তায় আসিয়াছে যে এত বিশাল জনসমাবেশকে রোগ-ব্যধি হইতে নিরাপদ রাখা মানুষের ক্ষমতার আওতাভুক্ত ব্যাপার নয়। প্রবল শীতকালে নিজেদের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ এখানে সমবেত হন এবং দৈহিক সুখ-সাচ্ছন্দ বিস্মৃত হইয়া মনের খুরাক ও আত্মার সুখ-শান্তির উপকরণ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন তাঁহারা। প্রায় চার পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা, আমি যখন জলসার উদ্বোধন করিতে আসিলাম, তখন ঝির-ঝির বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। তীব্র হিমেল বাতাস বহিতেছিল, তারপর উপর হইতে বর্ষাপত শুরু হইয়া গেল কিন্তু বন্ধুগণ (শ্রোতামণ্ডলী) স্ব স্ব স্থানেই বসিয়া থাকিলেন! তারপর আমার মনে পড়িল, অনেকের কাছে চাদর রহিয়াছে—সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণীর ভাইগণ নিজেদের সঙ্গে চাদর রাখেন, কিন্তু সেগুলিও তাঁহারা তখন গায়ে দেতে ছিলেন না। আমাকে বলিতে হইল, 'আপনা চাদর গায়ে দিন।' তখন তাঁহারা গায়ে চাদর আবৃত করিলেন। যে সকল বিদেশী আসিয়াছিলেন তাঁহারা ইহাতে এতই প্রভাবান্বিত ও অভিভূত হইলেন যে আপনারা উহা অনুমানও করিতে পারেন না। একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে কোন বিষয়টি আপনার মনে সব চেইতে বেশী রেখাপাত করিয়াছে?' একজন আফ্রিকান বন্ধু বলিলেন, 'জলসার ঐ দৃশ্যটি দেখিয়া।' সুতরাং নির্দ্বধায় নিজেদের আরাম সুখ খোদাতায়ালার সমীপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন তাঁহারা। এবং তাবৎ শক্তির যিনি মালিক, যাঁহার মুষ্ঠির মধ্যেই রহিয়াছে স্বাস্থ্যদান ও স্বাস্থ্য কায়েম রাখা, তিনিই তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া দেন। উহা করিবার আমারও কোন ক্ষমতা নাই, আপনাদেরও নাই। যদি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল আমাদের সহায়ক না হয়, তবে ইহা মোটেই সম্ভবপর নয়।

তারপর খাওয়ার ব্যবস্থা, আর তাহাও দুই ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ সমাধান হইয়া যায়। দুইদিক হইতে—স্বেচ্ছাসেবী খেদমতগারগণও চেষ্টা করেন যাহাতে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মেহমানগণের যেন কোন কষ্ট না হয়, আর যাঁহারা হযরত আকদাসের

মেহমান, তাঁহারাও বলেন, "আমাদের এখানে আসিয়া কী কষ্ট হইতে পারে! আমরা যদি অর্ধেক রুটি খাই, পেটপূর্তি না করি, তাহাতেও আমাদের কোন কষ্ট নাই। কেননা দৈহিকরূপে আমরা অর্ধাহার করিলেও অন্যদিকে রুহানীরূপে আমরা তো প্রচুর খুরাক প্রাপ্তও হইতেছি।"

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা, নানবাই (রুটি প্রস্তুতকারী মজুরগণ) যাহারা কাজ করার জন্য সালানা জলসার সময় বাহির হইতে আসে তাহারা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। উহাতে বেশ সময় নষ্ট হইয়া যায়। ফজরের নামাজের জন্য আমি মসজিদে যাইতেছিলাম, আমাকে জানান হইল যে, "আজ যথাসময়ে রুটি প্রস্তুত হইতে পারিবে না। কেননা তাহারা ঝগড়া করিয়াছে এবং কয়েক ঘণ্টা যাবৎ রুটি পাক করে নাই। ঘোষণা করিয়া দিন, বন্ধুরা যেন একটি করিয়া রুটি নেন।" যাহা হউক, আমি ফজরের নামাজের পর বন্ধুদিগকে বলিলাম, 'অবস্থা এই, সেজন্য আমরা সকলই যাহাদের ঘরে রুটি তৈরী হইতেছে তাহারাও মাত্র একটি করিয়া রুটি খাইবে। আরও বলিলাম, আমিও একটিই খাইব। ইহা তো এক সাময়িক ব্যাপার ছিল। আমাকে কোন কোন বন্ধু জানাইয়াছেন, হাজার হাজার ব্যক্তি এরূপও ছিলেন যাঁহারা বলিতে ছিলেন, 'এখন একটি রুটি যদি খাইতে হয়, তাহা হইলে জলসার সময়ে একটি রুটিই খাইব এবং কোনরূপ বোঝার সৃষ্টি করিব না।' এখন তো অধিকাংশ রুটি তৈরীর কাজ মেশিনে হয়। তন্দুর এবং মেশিনের রুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। মেশিনের রুটিতে তেমন স্বাদ লাগে না যেমন স্বাদ রহিয়াছে তন্দুরের রুটিতে। ইহা শীঘ্র বাসী হইয়া যায়, বেশীক্ষণ টাটকা থাকে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম। যাহা হউক,—একটি জিন্দা জামাত। অবশ্য আমাকে তাঁহারা লিখিয়া থাকেন, অমুক ত্রুটি আছে, উহা দূর করার চেষ্টা করা হউক।' আমি তাহাতে আনন্দ বোধ করি। যেখানেই কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় উহা আমাকে জ্ঞাত করা উচিত। যদি উহা দূর করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেই দুর্বলতা জনিত কষ্ট আমাদের সহ্য করা উচিত।

তারপর সফরের কষ্ট আছে। জলসা উপলক্ষ্যে আহমদীগণ যে সকল বোগীতে সফর করেন সেগুলিতে মানুষের এত ভীড় থাকে যে, তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং দেহোত্যাপ বোগীর মধ্যে শীতের পরিবর্তে গ্রীষ্মের অবস্থার উদ্ভব ঘটাইয়া দেয়। এসকল প্রকারের কষ্ট বরণ করিয়া, নিজেদের অবর্তমানে গৃহের ব্যবস্থা করিয়া বা অর্ধ ব্যবস্থায় রাখিয়া, আবার অনেক সময় অব্যবস্থার মধ্যেই ফেলিয়া খোদাতায়ালা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আওয়াজ শ্রবণের জন্য এবং তাঁহার পদচিহ্নাবলী জানিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এখানে চলিয়া আসেন যাহাতে তাহারা নিজেরাও নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু:)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী সেই উচ্চ মার্গের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন, যেখানে স্বীয় মহান ও পূর্ণতম ক্ষমতানুযায়ী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পৌঁছিয়াছিলেন অর্থাৎ খোদাতায়ালার রহমতের ছায়া এবং তাঁহার বেজামন্দীর জান্নাতালয়ের দিকে।

এখানে যে আমাদের স্বেচ্ছাসেবীগণ আছেন তাহাদের একাংশের সহিত আমাদের ব্যবস্থাপকদিগের একাংশের সংঘর্ষ বাজিয়া থাকে, এবং বাজিয়া থাকিবে। হয়ত কেহ কেহ এমনও থাকিতে পারে, যে জলসাতে স্বেচ্ছামূলক খেদমত পালনে আগ্রহ রাখে না কিন্তু ইহাও ঠিক যে, কিছু সংখ্যক কিশোর ও যুবক এমনও আছে যাহারা কাজ হইতে উধাও হইয়া যায় অথবা অনুপস্থিত থাকে। এবং আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—আমি জলসা সালানার প্রধান ব্যবস্থাপক হিসাবেও নিয়োজিত ছিলাম—তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্টিও প্রদর্শন করিয়াছি আমার ইহা জানা সত্বেও যে. যে সকল বাড়ীতে স্বয়ং বহু মেহমান অবস্থানরত আছেন তাহাদিগকে তাহাদের ঘরের সেই সকল মেহমানকেও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে ; সেইজন্য তাহারা প্রকারান্তরে জলসার কাজই করিতেছে কিন্তু এইরূপে তাহারা তনজীম তথা সাংগঠনিক ব্যবস্থার বাহিরে চলিয়া যায়। এই সংঘর্ষ এই জন্য জারী থাকা উচিত যাহাতে অবজ্ঞা বা শৈথিল্যের ফলে এই অসামান্য সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয় এমন কেহ যেন না থাকে।

উপস্থিত আমি জোর দিতেছি এই কথার উপরে যে, এত মহান দায়িত্ব, এত বড় জিম্মাদারী যে, ইহা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা আদৌ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তায়ালার কৃপা ও ফজল তাহার সহায়ক হয়। খোদাতায়ালা বলেন :

قل ما يعبأ بكم ربى لو لا دعاؤكم (الفرقان: ٧٨)

মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করিতেছেন এই যে, "আল্লাহ্ তোমাদের কী পরোয়া করিবেন যদি না তোমরা দোওয়া ও এস্তেগাফার এবং তৌবার মাধ্যমে তাঁহার রহমত ও ফজলকে আকর্ষণ ও আহরণ কর ?!" আর আমাদের আস্বস্তির জন্য বলিয়াছেন :

ادعونى استجب لكم (المومن : ٦١)

'আমার নিকট দোওয়া কর, আমি তোমাদের দোওয়া কবুল করিব।' এই পার্থিব জীবনেও এবং পরমার্থিব (রুহানী) জীবনেও মানুষ কামালিয়ত বা উৎকর্ষ তখনই লাভ করিতে পারে, যখন সে দোওয়া এবং এস্তেগফারের পরিণামে খোদাতায়ালার নিকট তাহার গোনাহ ক্ষমা করাইতে থাকে এবং তাঁহার ফজল ও কৃপা লাভে সক্ষম হয়। সুতরাং খোদাতায়ালার এই আদেশ ও তাঁহার সতর্কবাণী "মা ইয়া'বাউ বেকুম রাব্বী" এবং খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে প্রদত্ত সুসংবাদ—'উদ্‌উনী" অনুযায়ী তোমরা প্রার্থনা কর, তোমাদের প্রার্থনা রদ করা হইবে না। "আসতাজিব লাকুম" অর্থাৎ যদি নির্ধারিত শর্তাবলী সহ দোওয়া কর, আজেযী ও বিনয়ের সহিত যদি দোওয়া কর, সর্বোতঃভাবে অহংকারকে হৃদয় হইতে উত্তোলিত করিয়া আমার নিকট দোওয়া কর, জীবনের সর্বস্তরে অহংকারকে কোথাও স্থান না দাও, যদি প্রত্যেকের সহিত সবিনয়ে কথা বল ও কাহারও উপর নিজের বড়াই প্রদর্শন না কর এবং আমার খাদেম ও দাস হিসাবে আমার সৃষ্টির সেবা করিতে থাক, তাহা হইলে ঐরূপ দোওয়া করিলে আমি তোমাদিগকে প্রার্থিত সব কিছুই দান করিব। সুতরাং চাহ, তোমাদের রবের নিকট চাহ, বিশেষতঃ এই দিনগুলিতে জলসার কামিয়াবী যাচনা

কর। যে উদ্দেশ্যে এই জলসার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে অর্থাৎ, এরূপ একটি জামাত যেন তরবিয়ত লাভে সক্ষম হয় যে জামাতের স্কন্ধে সমগ্র জগৎ ব্যাপী তবলীগে-ইসলামের দায়িত্ব অর্পিত—যে জামাতকে মানবজাতির অন্তর প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য জয় করিতে হইবে। একটি নাতিদীর্ঘ পাঠ্যসূচী (course) কিন্তু অত্যন্ত ব্যাপক ও সামগ্রিক। দোওয়া কর, খোদাতায়ালা তাঁহার ওয়াদানুযায়ী তোমাদের দোওয়া কবুল করিবেন, যদি শর্তসম্মত হয় সেই সকল দোওয়া। তারপর তাঁহার কুদরতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করিতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে নিজেদের সাহস ও উদ্যমকে সমুন্নত কর এবং এখান হইতে ফিরিয়া যাইয়া (জলসায় যোগদানের পর প্রত্যাবর্তনকারীগণ এবং স্ব স্ব স্থানে অবস্থানকারীগণও) নিজেদের দায়িত্বাবলী সুসম্পন্ন কর এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও আলো নিজেদের জীবনে রূপায়িত করিয়া হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর পদাঙ্কানুসারী হও এবং জগতের জন্য এক নমুনা ও আদর্শ স্থাপন কর। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তৌফিক দিন। আমীন।

বন্ধুগণ খুব বেশী দোওয়া করুন এবং খোদাতায়ালার নিকট বলুন যে, "হে খোদা! এই বোঝা বহণের ক্ষমতা আমাদের নাই, যদি না তোমার ফজল ও তোমার রহমত আমাদের সহায়ক হয়। তুমি নিজেই এই জলসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছ দ্বীনে ইসলামের তবলীগ, প্রচার ও প্রসার এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী ও কলেমাকে গৌরবান্বিত করার এবং মুসলিমদিগের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে। তুমি নিজে আমাদিগকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর, যাহাতে এই মহান ও মহতি জলসার সহিত সম্পৃক্ত সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হয় এবং আমাদের উপর তোমার পক্ষ হইতে কোনরূপ দোষ না বর্তায়। যদি তুমি নিজে সাহায্য কর তবেই এই সবকিছু সাধিত হইতে পারিবে। যদি তুমি সাহায্য না কর, তাহা হইলে ইহা সমাধানের ক্ষমতা আমাদের নাই। বহু দোওয়া করুন। এবং আরও দোওয়া করিতে থাকুন। আজ হইতেই জলসার জন্য দোওয়া আরম্ভ করিয়া দিন। দুই সপ্তাহকাল রহিয়াছে, এই বিশেষ দোওয়ার জন্য। বন্ধুগণ আসিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। তারপর জলসা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার অনুষ্ঠানকালীন দায়িত্বাবলী রহিয়াছে। তারপর বন্ধুগণ ফিরিয়া যাইবেন নিজেদের গৃহপানে। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বোতঃরূপে জলসাকে কামিয়াব ও সফল করুন। আগন্তুকদিগকেও তওফিক দিন, তাহারা যেন নেক ও খাঁটি নিয়তে, এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত, বিনম্রচিত্তে দোওয়ারত থাকিয়া সফর করেন এবং এখানে অবস্থানকালেও যতদিনই থাকেন—এই উত্তম পন্থা ও উক্ত সেরাতে মস্তাকীমকে পরিত্যাগ না করেন। এখান হইতে অধিকতর ফায়েদা হাসিল করিতে সচেষ্ট হইন। বৃথা কথা-বার্তা, শোর-গোল, বাজারে চিল্লা-চিৎকার হইতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখুন, এবং নেকীর কথা বলিবার, নেক আমল সম্পাদন করিবার তওফিক দিন, যে সকল নেকীর কথা তাহারা শুনিবেন সেগুলি যেন তাহাদের স্মৃতিশক্তিতে সুরক্ষিত হয়, তদনুযায়ী কার্য সম্পাদনের সাহস ও উদ্যম তাহাদের মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং তাহারা সকলই

ভয়-ভীতিহীন ও শঙ্কামুক্ত অবস্থায় বাস করেন ; দুনিয়া (তথা দুনিয়াদারী অবলম্বীরা) তাহাদের প্রতি যে সব কটাক্ষ করিয়া থাকে উহাকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মুমেন বান্দাগণের ন্যায় নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু:)-এর সাহাবার নমুনায় জীবনযাপনকারী হন, এবং আমাদের নিজাম (সাংগঠনিক ব্যবস্থা) কে আল্লাহ্তায়ালা তওফিক দিন যেন তাহারা সদাসর্বদা পূর্বের ন্যায় পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তির সহিত সকল প্রকারের আশঙ্কামুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়া প্রত্যেক প্রকারের সংক্রামক রোগ-ব্যধি হইতে নিরাপদ থাকিয়া, এই জলসাকে কামিয়াব করিয়া তুলিতে নিজেদের দোওয়ার ফলশ্রুতিতে সফলকাম হন, খোদাতায়ালার সমীপেও এবং তাঁহার বান্দাদের দৃষ্টিতেও কৃতকার্য হন। সুতরাং এই দুইটি সপ্তাহ খাসভাবে জলসার সর্বাঙ্গীন সফলতার জন্য দোওয়া করিতে থাকুন এবং খোদাতায়ালার নিকট তাহাদের দোওয়া কবুলিয়ত লাভ করুক, তাহারা যাহা চাহেন উহা তাহারা প্রাপ্ত হউন, এবং তিনি যাহা পছন্দ করেন তাহাই তাহারা যাচ্না করুন। পরিশেষে সকলই যেন খোদাতায়ালার খাঁটি বান্দায় পরিণত হন, যাহাতে জগতে ফাসাদ-বিবাদ অপনোদনের কারণ হন, এস্লাহ্ ও শান্তি স্থাপনের উপায় হন।" আল্লাহুম্মা, আমীন। (দৈনিক 'আল-ফজল', ২১শে জানুয়ারী ইং)

অনুবাদ :— মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৮তম সালানা জলসা

তারিখ : ১৩, ১৪, ও ১৫ই মার্চ ১৯৮১ইং

রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৬৮ তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)-এর অনুমোদনক্রমে ১৩,১ ৪, ও ১৫ই মার্চ ১৯৮১ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশা আল্লাহ্।

জলসার সার্বিক কারিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধীকারী হউন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬২)

হযরত মীর্যা সাহেব কর্তৃক তাঁর পিতার নিকট লিখিত একটি পত্র ঃ

হযরত মীর্যা সাহেব শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, কোর্ট-কাচারীতে যাতায়াত করা এবং সেইসঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং গভীর মনোনিবেশ, পড়াশুনা ও প্রার্থনাপূর্ণ জীবনযাপন করা খুবই কষ্টকর। তাই তিনি তাঁর পিতার কাছে পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী হতে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য একটি পত্র লিখলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি পত্রটি ফার্সী ভাষায় লিখেন। উক্ত পত্রে তিনি লিখলেন (অনুবাদ) ঃ

আমার প্রভু, আমার পিতা !

আপনার উপর সালাম (শান্তি)। যথাযথ বিনয় এবং নম্রতা সহ আমি নিম্নোক্ত বক্তব্য আপনার সমীপে আরজ করছি।

প্রত্যেক বছর আমি আমার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ চোখে গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, একটা না একটা বিপদ বিভিন্ন দেশ এবং শহরগুলোর উপর আপতিত হচ্ছে—যার ফলে এক বন্ধু অন্য বন্ধু হতে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটছে, এবং কোন একটা বছরও যায় না যখন কোন মহান অগ্নিকাণ্ড অথবা প্রলয় সদৃশ্য মহা-বিপদ সংঘটিত হয় না ; ফলতঃ এই দুনিয়ার প্রতি আমার হৃদয় অনুরাগশূন্য হয়ে পড়েছে এবং আমার মুখ-মণ্ডল ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনায় বিচলিত হয়ে পড়েছে। প্রায়ই আমার অশ্রুসিক্ত বদনে মনে পড়ে শেখ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী শিরাজীর নিম্নোক্ত বিখ্যাত ছত্রটির কথা ঃ

"এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি বিশ্বাস করো না ; মনে করো না
যে, তুমি চলমান সময়ের খেলা থেকে নিরাপদে রয়েছো।"

ফারুখ কাদিয়ানীর (হযরত মীর্যা সাহেবের প্রথম দিকের কবিতায় ব্যবহৃত নাম) দুটি লাইন আমার আহত হৃদয়ে লবণের ছিটার ন্যায় যন্ত্রণা দেয় ঃ

"বদুনিয়ায়ে দুঁ দিল মবান্দ আয়ে জওয়াঁ, কে ওয়াক্তে আজল মে না গাহঁা"।

"এই দুনিয়ার প্রতি তোমার হৃদয়কে বেঁধো না যুবক ! মৃত্যুর মহাকাল সন্নিকটে রয়েছে।"

সুতরাং আমি আমার বাকী জীবন নির্জনে তাহা মানুষের কাছ থেকে দূরে কাটাতে ইচ্ছা পোষণ করছি যাতে আমি আমার সমস্ত সময় খোদাতায়ালার স্মরণে অতিবাহিত করতে পারি, অতীতের অবহেলার ক্ষতি পূরণ করতে পারি এবং ভবিষ্যত বিপদাবলী হতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারি।

"জীবনে ভাটার টান লেগেছে—সামান্য কয়েক পদক্ষেপ বাকী। সেই প্রিয়তমের জন্য অবশিষ্ট রাতগুলো জেগে থাকাই হবে উত্তম কাজ।"

এই পৃথিবীর কোন শক্ত ভিত্তি নেই—এখানকার জীবনের প্রতি ভরসা নেই। সেই জ্ঞানী, যে অন্যদের অবস্থা থেকে শিক্ষা লাভ করে। ওয়াসসালাম।"

বিঃ দ্রঃ এই পাত্র আধ্যাত্মিক জীবন ও ঐশী প্রেমের অকৃত্রিম মানসীকতার পরিচালক।

হযরত মীর্যা সাহেবের পিতার ইন্তেকালের পর তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলন, পড়াশুনা, নামায রোযা এবং বিনিদ্র রাত্রি যাপনে পূনরায় আত্মনিয়োগ করলেন। পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজ-কর্ম তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর ছেড়ে দিলেন।

আলেমগণের প্রতিক্রিয়া ঃ

আল্লাহ্‌তায়ালার কাছ থেকে ঐশী ইঙ্গিত লাভ করে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের কাজ শুরু করেন। এই পুস্তকে তিনি ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য ৩০০ যুক্তি পেশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। পুস্তকটির চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। সকলে উন্মুক্তভাবে স্বীকার করে যে, ইসলাম সম্বন্ধে বিগত শতাব্দীগুলিতে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক কখনই লেখা হয় নাই।

হযরত মীর্যা সাহেবের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রচারণাও বাড়তে লাগলো। কিন্তু এসবের মধ্যেও তিনি ইসলামের খেদমতে অবিচলিতভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন। উলেমা সম্প্রদায় তখন কি করেছিলেন? তাঁরা একে অন্যের উপরে 'কুফরী' ফতোয়া দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা তুচ্ছাতি-তুচ্ছ বিষয়ে 'বাহাস' করছিলেন। নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত কিভাবে বাঁধতে হবে, অথবা জামাতী নামাজে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যেতে "আল্লাহু আকবর" তকবীর উচ্চস্বরে বলা যাবে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে বাহাস নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এইভাবে আলেমগণ ছোট ছোট বিষয়ে সময় এবং শক্তি নষ্ট করছিল, আর অন্যদিকে আভ্যন্তরীন সমস্যাবলী এবং বাহ্যিক আক্রমণের ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধরা-পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আলেমগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলী তথা ফেরকা জনিত মত পার্থক্য নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিল। অথচ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী যেভাবে বাহ্যিক আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল সেদিকে কেউ খেয়াল করছিল না। একমাত্র হযরত মীর্যা সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন ইসলামের হেফাজতের জন্য ঐ মহা-সংকট মুহূর্তে কি করা উচিত ছিল। অধার্মিকতা এবং অকর্মন্যতাই এই রুগ্নতার কারণ ছিল। খোদাতায়ালার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও অনুরাগ এবং নগ্ন হামলার কবল থেকে ইসলামের প্রতিরক্ষা ও হেফাজতের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণই ছিল এই রুগ্নতার একমাত্র চিকীৎসা। হযরত মীর্যা সাহেব একাধারে এবং যুগপৎ যে মহা সংগ্রাম পরিচালনা করেন তাতে তিনি আর্য সমাজী পণ্ডতবর্গ তথা দায়ানন্দ, লেখরাম, জীবন দাস, মুরলী ধর এবং ইন্দরমন এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীবর্গ তথা ফতেহ মসীহ, আথম, মার্টিন ক্লার্ক, হাওয়েল এবং তালেব মসীহ—সকলের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার মোকাবেলা করেন একজন দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায়।

যদি কোন ক্রমে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে অমুক ব্যক্তি ইসলাম সম্বন্ধে আগ্রহী,

তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। আমেরিকান আলেকজেণ্ডার রাসেল ওয়েব এমনিভাবে হযরত মীর্যা সাহেবের পত্রাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওয়েব সাহেব ইসলামের খেদমতের জন্য তাঁর কূটনৈতিক চাকুরী এবং পদ মর্যাদা পরিত্যাগ করে একজন ধর্ম-প্রচারক তথা মুসলিম মিশনারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে হযরত মীর্যা সাহেব যখনই কোথাও ইসলাম বিরোধী তৎপরতা লক্ষ্য করেছেন অথবা ইসলামের কোন শত্রুর কথা জানতে পেরেছেন, যেমন আলেকজাণ্ডার ডুই অথবা পিগটের ন্যায় কোন মিথ্যা দাবীকারকের কথা শুনেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নিশ্চিতভাবে তাদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ৭৪ বছরের (সৌর কেলেণ্ডার অনুযায়ী এবং চান্দ্র ইসলামী কেলেণ্ডার অনুযায়ী ৭৭ বৎসরের—অনুবাদক) জীবনের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি রাত ইসলামের একজন একনিষ্ঠ খেদমতগার ছিলেন। খোদাতায়ালা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং অনুরাগ প্রগাঢ় এবং পরিপূর্ণ ছিল। নিদ্রা, বিশ্রাম খাদ্য কোনটাই তাঁর কাছে লোভনীয় ছিল না—তিনি অকাতরে এগুলো বিসর্জন দিয়ে ইসলামের জন্য যে কাজ করা প্রয়োজন তা সম্পাদ করতে যে কোন কুরবানী পেশ করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি ইসলামের খেদমতের কাজে দিন-রাত এত ব্যস্ত থাকতেন যে, ডাক্তারগণ তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেও তিনি কাজের মধ্যেই বিশ্রামের স্বাদ পেয়েছেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্ববর্তী রাতেও তিনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে "পয়গামে সুলেহ" (শান্তির বার্তা) নামক অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকে তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের মিলনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। (পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হয়েছে—অনুবাদক)।

হযরত মীর্যা সাহেবের আল্লাহ্ ও রসুল প্রেমের আরো বিশেষ অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর লিখিত অনেক গুলো কবিতায় এবং সেই সকল কবিতার মধ্যে আরবী ও ফার্সী নযম ও কাসদাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (ক্রমশঃ)

[দাওয়াতুল আমীর গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

'নোবেল পুরস্কার আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি উপহার'

গত ১৬ই জানুয়ারী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আব্দুস সালাম, বাংলাদেশে এসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। তাঁর চার দিনের এই সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশ পরিচিত হয়েছে এক মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। ১৯৭৯ সালে জনাব সালাম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলোশীপ দিয়েছে। আর পেয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি, এস, সি ডিগ্রী, এছাড়া বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর বৈদেশিক সদস্যপদ দেয়া হয়েছে তাঁকে।

প্রফেসর আব্দুস সালাম ৫৪ নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটা বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্যে একটি তহবিল গঠনের জন্যে দান করে দিয়েছেন। কাঁচাপাকা শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য চেহারার প্রফেসর সালাম যে কতটা বিনয়ী, এক প্রাজ্ঞ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা বেশ কঠিন। ভারী চশমার কাচে ঢাকা অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। ধর্মভীরু, বক্তৃতায় কোরআনের উদ্ধৃতি ও মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ ও পুনর্জাগরণের স্বপ্নের প্রসঙ্গ থাকবেই।

প্রাণবন্ত, হাসিখুশি, ব্যক্তিগতভাবে খুব শাদামাটা জীবন তাঁর। জন্ম পাকিস্তানে। থাকেন লণ্ডন ও ইটালীতে। লণ্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজে তিনি তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর, ইটালীর ত্রিয়েস্তে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ফিজিক্স এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক।

তাঁর দৈনন্দিন কাজের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে: খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি। লণ্ডন বা ত্রিয়েস্ত যেখানেই থাকি না কেন, ফজরের নামাজ পড়ে নাশ্‌তা করি। সাতটার মধ্যে তৈরি হই অফিস যাওয়ার জন্যে। কাজের শেষে বাসায় ফিরি। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুতে যাই। বাড়ীতে সকালে বা দুপুরে আমি অফিসের কোন কাজ করি না। তখন সময় পেলে চিঠি লিখি, দেখা করি দর্শনার্থীর সঙ্গে।

তাঁর প্রিয় হবি হচ্ছে ইটালীতে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা-কেন্দ্র পরিচালনা ও নিজেস্ব গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

প্রফেসর সালাম ১৭ জানুয়ারী টি এস সিতে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছেন, অনুন্নত দেশে আরো বৈজ্ঞানী চাই। প্রযুক্ত উন্নয়নে চাই আরো উদ্যোগ।

তিনি আরো বলেছেন, শুধুমাত্র সরকারের সদিচ্ছাই বিজ্ঞানের উন্নয়নে সহায়ক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ নিজেরা উদ্যোগী না হন। সরকারী চেষ্টার পাশাপাশি ব্যক্তিগত, বিশেষ করে শিল্পপতি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দেন।

তিনি বলেন, অশিক্ষা দূরীকরণ, বৈজ্ঞানিক জনশক্তি বাড়ানো এবং বিজ্ঞান সাধনায় উদ্দীপ্ত করার জন্যে আধ্যাত্মিক বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে দরকার বিজ্ঞানের ফলিত ও তাত্ত্বিক মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, উপমহাদেশের সব কটি দেশে ব্যাপক জ্ঞানার্জনের অর্থ ধর্মীয় শিক্ষা বোঝায়। কিন্তু পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞান চর্চার জন্যে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কারের চালু থেকে এ পর্যন্ত প্রফেসর আবদুস সালামই প্রথম মুসলমান, যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। উপমহাদেশের নোবেল প্রাপ্তদের মধ্যে তিনি চতুর্থ। এর আগে উপমহাদেশের তিনজন নোবেল বিজয়ী হচ্ছেন: ডাঃ সি. ভি, রমন, ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা (দু'জনেই বিজ্ঞানী) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দীর্ঘ ১৫ বছরের অক্লান্ত সাধনার পর প্রফেসর সালাম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুর বন্ধন রহস্য উদ্‌ঘাটনে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। প্রকৃতির চার মহাশক্তির দু'টিকে তিনি অভিন্ন প্রমাণ করেছেন। এতে প্রকৃতির শক্তির সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে তিনে। পরমাণুর কেন্দ্র-বস্তু প্রোটন কণারও বিলুপ্তি হয়—তবে এ ধারণা সম্পর্কে হাতে কলমে পরীক্ষার ফলাফল যদি ইতিবাচক হয় তবে প্রকৃতির শক্তির সংখ্যা কমে দাঁড়াবে দুই-এ। প্রফেসর আবদুস সালাম বিশ্ব-বরেণ্য বিজ্ঞানীদের একজন, আইনষ্টাইনের অসম্পূর্ণ কাজ থেকে তাঁর বিজ্ঞান সাধনার শুরু।

জন্মেছেন পাঞ্জাবের ঝং-এ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম, এম, পাশ করার পর চলে যান কেমব্রিজ। ১৯৪৮ সালে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী পেয়ে ট্রাইপস লাভ করেন।

নোবেল ছাড়াও অনেক পুরস্কার এবং সম্মান অর্জন করেছেন তিনি।

১৯৫৯ সালে ফেলো হন রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের। একই বছর পান অ্যাডাম পুরস্কার ও হপকিন্স পুরস্কার। ম্যাক্সওয়েল মেডেল পান ১৯৬২ সালে। রয়্যাল সোসাইটির হিউজেস মেডেল পেয়েছেন ১৯৬৪-তে এবং শান্তির জন্যে পরমানু পুরস্কার পান ১৯৬৮ সালে।

১৬ই জানুয়ারী থেকে ১৯ জানুয়ারী—এ কদিনের বাংলাদেশ সফরে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় কাটান। অটোগ্রাফ শিকারীরা ছেঁকে ধরেছে, কাছে থেকে দেখার জন্য চারপাশে ভিড় বাড়িয়েছে অনুরাগীরা। এক অনুষ্ঠানের চা বিরতির সময় জনৈক সাংবাদিক নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চেয়েছিলেন।

স্বভাবজাত সরল মধুর হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিলেন প্রফেসর আবদুস সালাম: আমি আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। প্রথম যে কাজটা আমি করি, তা হলো বাসা থেকে মাইল খানেক দুরের মসজিদে শোকরানা নামাজ আদায়। নোবেল পুরস্কার আমার কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি উপহার। এই রহমতের জন্যে আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ।

—হাসান হাফিজ

(সৌজন্যে 'সচিত্র সন্ধানী' ২৫শে জানুয়ারী)।

সংবাদ ঃ

ঘানার সালানা জলসায় চল্লিশ হাজার আহমদী মুসলমানের যোগদান

ঘানার রাষ্ট্রপতির প্রেরিত বাণীতে জামাত আহমদীয়ার ধর্মীয় ও জনসেবামূলক কার্যাবলীর উচ্চ প্রশংসা

তিনজন মন্ত্রী ও কয়েকজন বিশিষ্ট পেরামাউন্ট চীফের ভাষণ

টেলিভিশণ ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারণা

ঐতিহাসিক শহর সট্টপণ্ডে ৮, ৯ ও ১০ই জানুয়ারী ১৯৮১ তারিখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত ঘানা জামাত আহমদীয়ার ৫৫ তম বার্ষিক জলসায় চল্লিশ হাজারের উর্ধে ঘানাবাসী আহ্‌মদীগণ যোগদান করেন। উক্ত জলসা উপলক্ষে ঘানার মহামান্য প্রেসিডেন্ট ডঃ হিল্লালিমানের প্রেরিত বিশেষ বাণী পাঠিত হয়। উহাতে তিনি জামাত আহমদীয়ার ধর্মীয়, নৈতিক ও জনকল্যাণ মূলক কার্যাবলীর উচ্চ প্রশংসা করেন এবং উচ্চাঙ্গীন নৈতিক চরিত্র, শৃঙ্খলা, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা এবং সততার অতি উচ্চ মানে অধিষ্ঠিত একট মহান ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য হিসাবে আহ-মদীদিগকে ঘানার সর্ব সাধারণের জীবনে সুপ্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে উত্তম আদর্শ নাগরিকে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁহার উক্ত বাণীতে অতী শ্রদ্ধা ও গর্ভের সহিত সেই দিনটিকে স্মরণ করেন যেদিন তিনি জামাত আহমদীয়ার মহান খলিফা হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর সহিত তাঁহার সাম্প্রতিক ঘানা সফর কালে সাক্ষাত করিয়াছিলেন এবং হুজুরের সহিত অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ আলাপ-আলোচানা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত, উক্ত জলসায় ঘানা সরকারের তিনজন মন্ত্রী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট পেরামাউন্ট চীফও ভাষণ দান করেন। তাঁহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি ক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়ার ভরপুর অবদান ও কল্যাণমূলক কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিগত ডিসেম্বর ৮০ইং সনে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব-সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্য ঘানা হইতে যে প্রতিনিধিদল গিয়াছিল তাহারাও ফিরিয়া আসিয়া উক্ত জলসায় বক্তৃতা করেন এবং রাবওয়ার সালানা জলসার ঈমানউদ্দীপক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। তাহাতে শ্রোতাগণ বিশেষ অভিভূত হন।

জলসা উপলক্ষ্যে উপস্থিত জামাতের সদস্যবৃন্দ আর্থিক কুরবাণীর এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তও স্থাপন করিয়া দেখান। তাঁহারা জলসার সময়ে তিন লক্ষ ষাট হাজার সিডি (ঘানার মুদ্রা) নগদ চাঁদা প্রদান করেন। উক্ত অঙ্ক বিগত বৎসরের জলসায় সংগৃহীত অঙ্ক অপেক্ষা দ্বিগুণ। আল-হামদুলিল্লাহ। প্রেরিত সংবাদে ইহাও জানান হয় যে, দেশব্যাপী পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচার সাধিত হয়।

তারবর্তার পরিশেষে ঘানা জামাত আহমদীয়ার আমীর সাহেব সকল বন্ধুর নিকট ঘানা জামাতের উন্নতির জন্য দোওয়ার আবেদন জানান।

(দৈনিক আল-ফজল ১লা ও ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

'ভয়েস অব ইসলাম' চতুর্থ বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার পরিচালনাধীন এই বেতার অনুষ্ঠানসূচী বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

নাইজেরিয়া জামাত আহমদীয়ার পরিচালনাধীন বেতার অনুষ্ঠান 'ভয়েস অফ ইসলাম' নাইজেরিয়ার ৩টি ষ্টেট রেডিও ষ্টেশন হইতে সাফল্যের সঙ্গে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। উহার জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এখন উহা চারটি ষ্টেটের রাজধানী লেগোস কেন্দ্রীয় বেতার-কেন্দ্র হইতেও জামাত আহমদীয়ার মুসলিম মিশনারীদের পরিচালনাধীন প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অনুষ্ঠানসূচীতে ইসলাম ও কুরআন করীমের শিক্ষামালা, জামাত আহ্‌মদীয়া কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার ও জনকল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর বিবরণ এবং জনগণের পক্ষ হইতে যে কোন ধর্মীয় বিষয়ে প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তর বিশদরূপে নিয়মিত প্রচার করা হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। (দৈনিক আল ফজল, ২৮শে জানুয়ারী ৮১ইং)

জামাত আহমদীয়ার মহান খলিফার সম্মানে এক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা সভার আয়োজন

লাহোর, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮১ইং—আজ এখানে শাহ্‌রাহে-কায়েদে-আযমের পার্শ্বে (প্রদেশিক রাজধানীর সর্ববৃহৎ হোটেল) হিল্টনে দ্বিপ্রহরান্তে লাহোর জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে তাহাদের প্রিয় ইমাম হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)-এর সম্মানে সর্ব প্রকার আনুষ্ঠানিকতা মুক্ত এক মহা জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম, জামাত আহমদীয়া (আইঃ) হিঃ চৌদ্দ শতাব্দীর সমাপ্তির এক মাস পূর্বে—৯ই অক্টোবর ১৯৮০ইং তারিখে স্পেনে কর্ডোভার নিকটবর্তী পেড্রোআবাদে ৫০০ শত বৎসর পর ইসলামের পুনর্জীবনের প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন (যে মসজিদটির নির্মাণ কাজ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে হইয়া চলিয়াছে এইং ইনশাআল্লাহ্‌ ৮১ সনের প্রথমদিকেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে)। উক্ত সম্বর্ধনা-সভার আয়োজনের পশ্চাতেও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌তয়োলার দেওয়া সেই তওফিক ও অনুগ্রহটি ছিল।

উক্ত মহতি অনুষ্ঠানে লাহোরের সর্ব শ্রেণীর পৌণে সাত শত উচ্চশিক্ষিত, বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং জাতিসঙ্ঘ বিশ্বআদালতের সাবেক প্রেসিডেন্ট চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ খানও ছিলেন। যোগদানকারীগণের মধ্যে মাত্র একশত জন জামাত আহমদীয়ার সদস্য ছিলেন।

প্রিয় ও সম্মানিত অতিথি ঠিক ৩টা ৫০ মিনিটের সময় লাহোর জামাতের আমীর সাহেব এবং জামাতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ সমভিব্যাহারে হলে প্রবেশ করা মাত্র সকলের

পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং উষ্ণ করমর্দন ও পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা সকলের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। কখনও হলের কোন পোর্চে বসিয়া আবার কখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর ও অলোপ-আলোচনা করিতে থাকেন। বিভিন্ন প্রশ্নর উত্তরে তিনি স্পেনে (পাঁচ শত বৎসর পর নির্মিয়মান) প্রথম মসজিদটির পূর্বাপর ইতিহাস ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিবরণ ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন। এইভাবে গভীর আন্তরিকতা ও প্রফুল্লতায় উদ্ভাসিত সুমমুর সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানটি ৫টা ৩০ মিনিটে ভাবগম্ভীর সকরুণ দোয়ার সহিত সমাপ্ত হয়। (সাপ্তাহিক 'লাহোর' ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৮১ইং সংখ্যা হইতে সংকলিত)

বিশেষ দোয়ার এলান

রাবওয়া হইতে মোহতার আমীর সাহেবের নিকট প্রেরিত পত্র মারফত জানা গিয়াছে যে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) এর শরীর অসুস্থ, ও কিডনি ইনফেকশন বাড়িয়া গিয়াছে। হুজুর বিগত তিন জুম্‌য়া যাবৎ অসুস্থতার দরুন খোৎবা প্রদান করিতে পারিতেছেন না। অতএব বন্ধুদের নিকট আবেদন তাহারা যেন দদে দীলের সহিত হুজুরের শীঘ্র রোগমুক্তি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া জারী রাখেন, এবং সদকাও করেন। উল্লেখ্য যে বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী জুম্‌য়ার নামাজের পর ঢাকা জামাতের পক্ষ হইতে একটি খাসী সদকা করা হইয়াছে।

সংকলন ও অনুবাদ :—মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্য জনকভাবে অনুষ্ঠিত

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ইং রোজ রবিবার একদিনের জন্য ঢাকা মজলিশে খোদামুল আহমদীয়ার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। (আল-হামদুলিল্লাহ)। ইজতেমার উদ্বোধন করেন মোহতারম জনাব আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ। বা-জামাত তাহাজ্জদ নামাজ হতে রাত ন'টা পর্যন্ত ইজতেমার কার্য্য চলতে থাকে। ইজতেমায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন মোতামাদ ঢাঃ মঃ খোঃ আঃ এবং অভ্যর্থনা-ভাষণ দেন ঢাকার কায়েদ জনাব বাহাউদ্দীন শিবলী। তালিমী বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব শহীদুর রহমান সাহেব, মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, মৌঃ ওবায়দুর রহমান সাহেব, মুকবুল আহমদ খাঁন সাহেব, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, আলী কাসেম খাঁন চৌধুরী সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও খলিলুর রহমান সাহেব। ইজতেমায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।

সর্বশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি, আহাদ পাঠ করেন মোহতারম জনাব নারেব সদর সাহেব। মোহতারম জনাব আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ-এর সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার পর ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। —মোতামাদ, ঢাঃ মঃ খোঃ আঃ

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যেহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পাশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আক্বিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor